1. প্রাক্-শৈশব শিশুকল্যাণ ও শিক্ষা (Early Childhood Care and Education—ECCE)

জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিশু বিশেষ করে যেসব জনগোষ্ঠীর প্রথম প্রজন্ম শিক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে তাদের শিশুদের বিকাশের জন্য বিনিয়োগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পুষ্টি, স্বাস্থ্য, সামাজিক, মানসিক, শারীরিক, নৈতিক ও প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলির স্বীকৃতি জানিয়ে Early childhood care and education-কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সুসংহত শিশুকল্যাণ কর্মসূচিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

Scanned with CamScanner

ECCE-এর কর্মতালিকা হবে শিশুকেন্দ্রিক। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ইচ্ছার প্রকাশ ইত্যাদির দিকে লক্ষ রেখে খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম ও অনুপ্রাণিত করে তোলার জন্য প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাকে সঠিক ও সুষ্ঠু উপায়ে রূপায়িত করা দরকার।

2. প্রাথমিক শিক্ষা (Elementary Education)

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে। যথা—1. সমস্ত ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে ভরতি করা এবং 2. শিক্ষার গুণগত মানের প্রকৃত উন্নয়ন করা বাঞ্ছনীয়। পরীক্ষায় সফল হতে না পারায় অনুন্নয়ন ব্যবস্থা একেবারে বাতিল করার সঙ্গো দৈহিক শাস্তিকে বিদ্যালয় থেকে দূর করতে হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক স্তরে শিশুকেন্দ্রিক এবং কর্মভিত্তিক শিক্ষণে সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকবে অন্তত দুখানা বড়ো বড়ো কক্ষ—যেগুলি সকল ঋতুতেই ব্যবহার করা চলবে। এ ছাড়া থাকবে ব্ল্যাকবোর্ড, ভূগোল শিক্ষার জন্য চার্ট, রাজ্য ও জেলার মানচিত্র, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সাজসরঞ্জাম, খেলার জন্য ফুটবল, ভলিবল, রবারের বল। এ ছাড়া চক, ডাস্টার, ঘণ্টা ইত্যাদি।

অন্তত দুজন শিক্ষক প্রতিটি বিদ্যালয়ে নিয়োজিত হবেন—এদের মধ্যে একজন মহিলা, একজন পুরুষ। ক্রমশ প্রত্যেক শ্রেণির জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগ করার ব্যবস্থা হবে। সমগ্র দেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য Phased Drive বা ক্রম ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে গ্রহণ করা হবে। এই ব্যবস্থাটিকে বলা হয় Operation Blackboard।

3. বিধিমুক্ত শিক্ষা (Non-formal Education)

স্কুলছুট ছাত্রছাত্রী, স্কুলবিহীন অঞ্চলের শিশু, যেসব ছেলেমেয়েরা অল্পবয়সে কর্মরত তাদের জন্য ব্যাপকভাবে বিধিবহির্ভূত ধারাবাহিক শিক্ষাব্যবস্থা করতে হবে।

বিধিমুক্ত শিক্ষার পাঠক্রম জাতীয় পাঠক্রমের সঙ্গো সংগতি রেখেই প্রণয়ন করা হবে—কিন্তু এর ভিত্তি হবে বিদ্যার্থীদের চাহিদা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে আধুনিক প্রযুক্তিগত উপকরণ ব্যবহার করা হবে। প্রথামুক্ত শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করার জন্য খেলাধুলা, অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, বিদ্যার্থীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথামুক্ত শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে পঞ্চায়েত বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের হাতে।

স্কুলছুট বিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে নতুন শিক্ষানীতিতে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। 1990 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যাদের বয়স 11 বছর হবে তারা যে পূর্ববর্তী পাঁচ বছর বিদ্যালয়ে অথবা মুক্ত শিক্ষাকেন্দ্রে পড়াশোনা করেছে—এই সম্পর্কে নিশ্চিত করবে এই শিক্ষানীতি। তা ছাড়া 1995 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 14 বছর বয়স্ক সকল ছেলেমেয়ের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

Scanned with CamScanner

4. মাধ্যমিক শিক্ষা (Secondary Education)

মাধ্যমিক শিক্ষা বিদ্যার্থীদের বিজ্ঞান, মানবিক বিষয় ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ভূমিকার সঙ্গে পরিচয় করাবে। এই স্তরেই ঐতিহাসিক চেতনা, জাতীয় প্রেক্ষাপট, সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিদ্যার্থী সচেতন হয়।

মাধ্যমিক স্তরের জন্য সুনিশ্চিত ও বিজ্ঞান সচেতনতা, মানবিক ও সমন্বিত সংস্কৃতি বিষয়ক মূল্যবোধ সৃষ্টি করবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ রেখে এই স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষাসূচির সাহায্যে মূল্যবান মানবশক্তি (Man power) সরবরাহ করবে।

5. পথনির্দেশক বিদ্যালয় (Pace-Setting School)

বিশেষ প্রতিভা বা প্রবণতাসম্পন্ন শিশুদের আর্থিক সংগতি বিবেচনা না করে যাতে তারা দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য উন্নতমানের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সারা দেশে নির্দিষ্ট ধাঁচের আদর্শ বা নবোদয় স্কুল স্থাপন করা হবে। এখানে নতুন আবিষ্কার ও পরীক্ষানিরীক্ষার পূর্ণ সুযোগ থাকবে। প্রতিভা ও উৎকর্ষের (Excellence) আরও উন্নয়ন বা প্রয়োজন মেটানোই হবে এইসব পথনির্দেশক বিদ্যালয়ের লক্ষ্য। জাতীয় সংহতির আদর্শকে সামনে রেখে তার সঙ্গে ন্যায়বিচার ও সমতাকে যুক্ত করে এই বিদ্যালয় গঠিত হবে। এইসব বিদ্যালয়ে তপশিলি জাতি, উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। বিদ্যালয়গুলি আবাসিক ও অবৈতনিক হবে—নাম হবে নবোদয় বিদ্যালয় যা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় থেকে পৃথক হবে।

1986 খ্রিস্টাব্দের শিক্ষানীতির সঙ্গে সংগতি রেখে পশ্চিমবঙ্গ বাদে কয়েকটি রাজ্যে পরীক্ষামূলকভাবে নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এই বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াবার ব্যবস্থা থাকবে। সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় পড়ানো হবে। অষ্টম অথবা নবম থেকে হিন্দি বা ইংরেজি হবে শিক্ষার মাধ্যম।

নবোদয় বিদ্যালয়ে কলা, বিজ্ঞান ও বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। পড়ানোতে টিভি, রেডিয়ো, টেপরেকর্ডার, মাইক্রো কম্পিউটার ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হবে।

শিক্ষাপদ্ধতিতে বক্তৃতা দেওয়ার পদ্ধতিকে কমিয়ে আলোচনার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে।

6. বৃত্তিমুখীকরণ (Vocationalization)

প্রস্তাবিত শিক্ষা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বৃত্তিশিক্ষার কর্মসূচিকে সুপরিকল্পনার সঙ্গে রূপায়িত করতে হবে। বৃত্তিমুখী শিক্ষা হবে একটি ভিন্নতর শিক্ষাপ্রবাহ। কর্মজগতের বিচিত্র ক্ষেত্রে একটি পেশা নির্বাচনে ও তাতে দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করাই হল এর উদ্দেশ্য।

সাধারণত অষ্টম শ্রেণির পর থেকে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার পর বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। বৃত্তিশিক্ষার স্বার্থে শিল্প প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলিকে বৃত্তিশিক্ষার সঙ্গে সংযুক্তি ঘটাতে হবে।

Scanned with CamScanner

সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রে বৃত্তিমুখী শিক্ষাকেন্দ্র থাকবে। সমাজে অবহেলিত, বঞ্চিত উপজাতির ছেলেমেয়েদের বৃত্তিশিক্ষার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য বৃত্তিশিক্ষার কর্মসূচি নেওয়া হবে। হেল্‌থ প্ল্যানিং এবং হেল্‌থ সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট—এই দুটি কর্মধারাকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা যায় এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক বৃত্তিমূলক কোর্স প্রবর্তন করে উক্ত দুটি ক্ষেত্রে দক্ষকর্মী জোগান দেওয়া যেতে পারে। নব সাক্ষর, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী ছেলেমেয়ে, বিদ্যালয়ছুট, কর্মরত ব্যক্তি, বেকার বা আংশিক কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য প্রথামুক্ত, নমনীয় ও চাহিদাভিত্তিক বৃত্তিমুখী কর্মসূচির ব্যবস্থা থাকবে। এক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।

প্রস্তাব করা হয়েছে 1990 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শতকরা 10 জনকে এবং 1995 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শতকরা 25 জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে নিয়ে আসা হবে।

7. উচ্চশিক্ষা (Higher Education)

1986-র জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে—সারা দেশে 150টি বিশ্ববিদ্যালয় ও 5000টি মহাবিদ্যালয় বা কলেজ আছে। নতুন কলেজ না খুলে, যা আছে সেই কলেজগুলিতে সুযোগসুবিধা বাড়াতে হবে। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষামানের অবনতি রোধ করতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেশে বেশি সংখ্যায় স্ব-শাসিত কলেজ স্থাপনের উদ্যোগী হতে হবে।

বিশেষীকরণের শিক্ষাকে আরও কার্যকরী করে তুলতে পাঠক্রমের পরিবর্তন করা হবে। ভাষাগত দক্ষতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। উচ্চশিক্ষায় নতুন নতুন গবেষণা ও তার উন্নয়নে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হবে। ভারততত্ত্ব ও নানা মানবিক ও সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় উৎসাহিত করা হবে।

কাউন্সিল অব হায়ার এডুকেশন-এর মাধ্যমে রাজ্যস্তরের শিক্ষা পরিকল্পনা এবং উচ্চস্তরের শিক্ষার মধ্যে সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা করা হবে। ইউ জি সি ও কাউন্সিল শিক্ষার উচ্চমান বজায় রাখার ক্ষেত্রে যৌথ প্রচেষ্টা চালাবেন।

8. মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও দূরবর্তী শিক্ষালাভ (Open University and Distance Learning)

শিক্ষায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ সকলের নিকট পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে NEP-1986-এ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয় যে, ইতিমধ্যে 1985 খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টির (IGNOU) সার্বিক উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া হবে।

এ ছাড়াও শিক্ষানীতিতে (1986) প্রতিটি রাজ্যে এই ধরনের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভরতির জন্য বয়সের কোনো বাধা থাকবে না। বিদ্যার্থীদের বিভিন্ন ধরনের উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে পাঠদান করা হবে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

9. ডিগ্রিকে চাকরি থেকে বিচ্ছিন্ন করা (Delinking Degrees from Jobs)

1986-র জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রস্তাব করা হয় অধ্যাপনা, গবেষণা, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা ও আইনের মতো বিষয় ছাড়া চাকরির ক্ষেত্রে ডিগ্রিকে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হবে না। চাকরিদাতারা প্রয়োজন অনুসারে নিজেরাই পরীক্ষার ব্যবস্থা করে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করবেন।

চাকরি ক্ষেত্রে কর্মী বাছাইয়ের জন্য National Testing Service-এর মতো উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। এই সংস্থা বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করে কোন্ কাজের জন্য কে উপযুক্ত তা নির্ধারণ করবে।

10. গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় (Rural University)

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সুপারিশ মতো ও গান্ধিজির চিন্তাধারা ও আদর্শ অনুসরণে গ্রামাঞ্চলে বিরাট পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নতুন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং গান্ধিজি প্রবর্তিত বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner